দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 13 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

পুল শিক্ষকদের স্থায়ী করা হোক

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা কারণে পদ শূন্য হয়। শূন্যপদজনিত এ সঙ্কট দূর করতে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ইচ্ছায় শিক্ষক পুল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে ২০১২ সালে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। যার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে ১৪ আগস্ট। এতে ২৭৭২৩ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করে ১২৭০৪ জনকে সেপ্টেম্বর মাসে নিয়োগ দেয়া হয় এবং ১৫০১৯ জনকে শিক্ষক পুলে রাখা হয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাঁচের কারণ দেখিয়ে পুল শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া বন্ধ করে দেয়। তারপর বিগত ২০১৩ সালে ডিসেম্বর মাসে শিক্ষক পুলের ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। তবে সম্মতিটি শর্তসাপেক্ষ। শিক্ষক পুলে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষককে মুচলেকা দিতে হবে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে। তাতে লিখিত অঙ্গীকারনামা থাকতে হবে এরকম- আমি কখনও চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি করব না। মাসিক বেতন সর্বসাকুল্যে ৬০০০ টাকা, তাও আবার ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিদা নেই। স্থায়ী কোন পোস্টিংও পাবেন না তারা। সংশ্লিষ্ট উপজেলা যখন যে বিদ্যালয়ে শিক্ষক সঙ্কট থাকবে তাকে সেখানে যেতে হবে, ক্লাস নিতে হবে এমন অদ্ভুতুরে শর্তে শুধু শিক্ষকগণই নন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও বিব্রত। আমার জানা মতে এখন পর্যন্ত রামগতি উপজেলায় শর্তসাপেক্ষে কোন পুল শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করলে তারাও এ ব্যাপারে সঠিক উত্তর দিতে পারছে না। নিয়োগের আশায় আশায় অনেকেরই সরকারী চাকরির বয়স শেষ হওয়ার পথে। তাই আমরা ১৫ সহস্রাধিক পুল শিক্ষক গভীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছি। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন যত দ্রুত সম্ভ আমাদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিয়ে ১৫ সহস্রাধিক শিক্ষক নয়, ১ সহস্রাধিক পরিবারকে বাঁচান।

কানিজ ফাতে
রামগতি, লক্ষ্মীপুর